জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)
ময়মনসিংহ
www.nape.gov.bd

স্মারক নং:৩৮.০৪.০০০০.৪০১.১৬.০৪৭(অংশ-২).১৯-৭৬৪ তারিখ: ০৬ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ২১ আগস্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের লক্ষ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র : স্মারক নং-৩৮.০০.০০০০.০০৫.১৬.০০১.১৮-১৫১, তারিখ : ১২ জুন ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের লক্ষ্যে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এর ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম ও তথ্যাদি প্রতিবেদনাকারে (ছবিসহ) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহোদয় সমীপে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো

সংযুক্ত : বর্ণনামতে একপ্রস্থ ।

২১/০৮/২০১৯
(মো: শাহ আলম)
মহাপরিচালক
ফোন: ০৯১-৬৬৩০৫
mail: dgnape@gmail.com

সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ : জনাব সত্যকাম সেন
উপসচিব (সওম) অধিশাখা

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

নেপ প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবন

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

যোগাযোগ: জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), একাডেমি রোড, গোহাইলকান্দি, ময়মনসিংহ।
ফোন: ০৯১-৬৬৩০৫, ফ্যাক্স: ০৯১-৬৭১৩২
www.nape.gov.bd
e-mail: dgnape@gmail.com

ভূমিকা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে "জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী" (নেপ) একটি শীর্ষ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৮ সালে "মৌলিক শিক্ষা একাডেমী" নামে এর যাত্রা শুরু হয়। কালক্রমে ১৯৮৫ সালে "জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী" (নেপ) হিসেবে এবং ২০০৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে 'নেপ' বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেশের ৬৭টি পিটিআই-এ ডিপিএড প্রশিক্ষণ কোর্সের কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও গবেষণা পরিচালনা করা এর অন্যতম প্রধান কাজ।

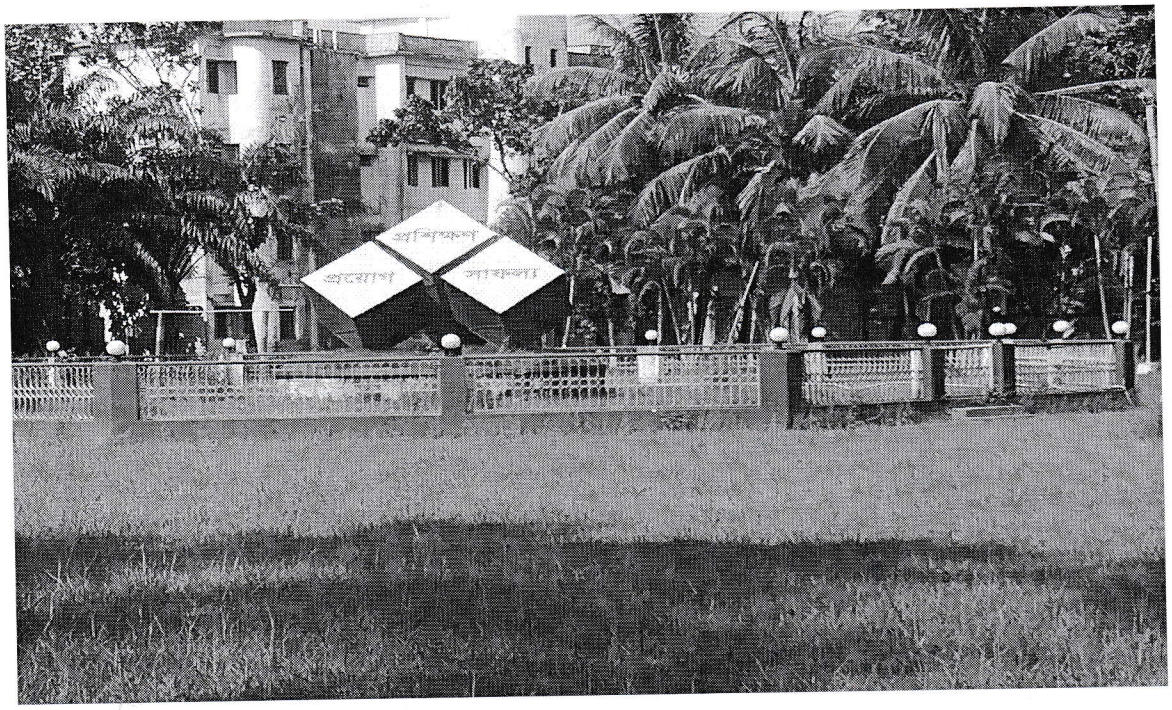

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ক্যাম্পাস

ভিশন (Vision):

মানসম্মত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা।

মিশন (Mission):

প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ।

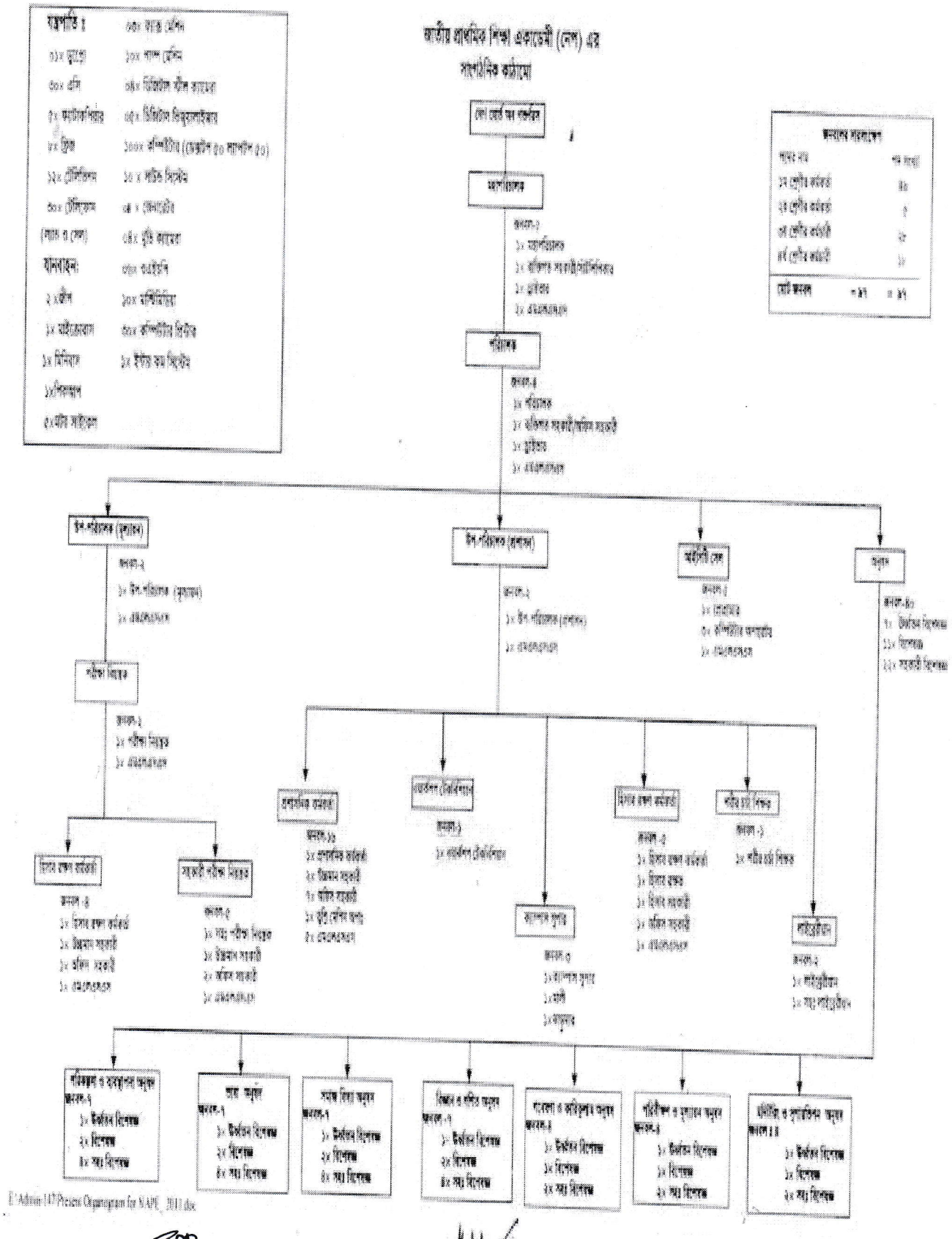

নেপ-এর সাংগঠনিক কাঠামো:

নেপ বোর্ড অব গভর্নরস:

নেপ পরিচালনার জন্য ১৪ সদস্যের বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। বোর্ড অব গভর্নরস নেপ-এর যাবতীয় কার্যক্রমের অনুমোদন প্রদানের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নেপ বোর্ড অব গভর্নরস- এর চেয়ারম্যান ও মহাপরিচালক, নেপ সদস্য সচিব।

নেপ বোর্ড অব গভর্নরস-এর সদস্যগণের তালিকা:

১.	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২.	যুগ্ম সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৩.	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	রেক্টর, বিপিএটিসি মহোদয়ের প্রতিনিধি (এম.ডি.এস পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	সদস্য
৫.	যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	চেয়ারম্যান, এনসিটিবি	সদস্য
৮.	অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি	সদস্য
৯.	পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১০.	জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ	সদস্য
১১.	বেগম রাশেদা খানম, সাবেক উপাধ্যক্ষ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (মহিলা)	সদস্য
১২.	জনাব আজিজ আহমেদ চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালক, ডিপিই	সদস্য
১৩.	অধ্যাপক কাজী আফরোজ জাহান আরা, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৪.	মহাপরিচালক (নেপ)	সদস্য সচিব

নেপ বোর্ড অব গভর্নরস-এর ৩৫তম সভায় সভাপতিত্ব করছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব

জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন

নেপ-এর কর্ম পরিধি:

- ❖ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপকগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
- ❖ প্রাথমিক শিক্ষার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ❖ প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে সে বিষয়ে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ, গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণা কাজের সমন্বয় সাধন করা।
- ❖ প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন/পরিমার্জন ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রণয়ন করা ।
- ❖ শ্রেণি কার্যক্রমের এবং প্রশিক্ষণ অধিবেশনের মান উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট আদর্শ উপকরণ এবং বিষয়ভিত্তিক উপকরণ উন্নয়ন করা ।
- ❖ প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা কাজ মনিটরিং এবং সুপারভিশন করা।
- ❖ সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) ও ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কার্যক্রম পরিচালনা এবং তত্ত্বাবধান করা।
- ❖ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা।
- ❖ গবেষণাপত্র ও প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে মৌলিক ও উদ্ভাবনীমূলক বিষয় সম্বলিত জার্নাল প্রকাশ করা।
- ❖ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নবতর উপায় ও কৌশল গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং সেবার মান উন্নয়ন ও দ্রুততর করা।
- ❖ শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ করার কাজে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।
- ❖ প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে থাকে এমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগে নেপ-এর অনুষদ সদস্যগণের পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে র্কমসূচি গ্রহণ করা।
- ❖ প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, সভা, ওয়ার্কশপ, সম্মেলন এর আয়োজন করা। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত জ্ঞান, ধারণা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি প্রবন্ধ ও জার্নাল প্রকাশের মাধ্যমে তার প্রচার ও বিস্তার ঘটানো ।
- ❖ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও উপজেলা রিসোর্স সেন্টার-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী-এর কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা।

অনুষদসমূহ:

নেপ-এর একাডেমিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত ৭টি অনুষদ দায়িত্ব পালন করছে:

১. পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অনুষদ
২. ভাষা অনুষদ
৩. সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ
৪. বিজ্ঞান ও গণিত অনুষদ
৫. গবেষণা ও কারিকুলাম উন্নয়ন অনুষদ
৬. মনিটরিং ও সুপারভিশন অনুষদ
৭. টেস্টিং এন্ড ইভালুয়েশন অনুষদ

বাংলাদেশ সি-ইন-এড বোর্ড

সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) বোর্ড:

১৯৮২ সালে নেপ-এ সি-ইন-এড বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বোর্ডের অধীনে সারাদেশে ৬৭টি সরকারি এবং ১টি বেসরকারি পিটিআই-এর একাডেমিক ও পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

সি-ইন-এড বোর্ড এর অধীনে বর্তমানে ১৮ মাসব্যাপী ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কোর্স ৬৭টি পিটিআই-তে এবং ১ বছরব্যাপী সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) প্রশিক্ষণ কোর্স ০৫টি সরকারি ও ০১টি বেসরকারি পিটিআই-তে পরিচালিত হচ্ছে। মহাপরিচালক, নেপ পদাধিকার বলে সি-ইন-এড বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং পরিচালক, নেপ সি-ইন-এড বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।

প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট (পিটিআই) কর্তৃক সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) প্রশিক্ষণ বিবরণী (২০১৫-২০১৯):

ক্রমিক নং	শিক্ষাবর্ষ	ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা	চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (অনিয়মিতসহ)	মোট পাশকৃত প্রশিক্ষণার্থী	পাশের হার (%)	মন্তব্য
১	২০১৫-২০১৬	৫৮৫	৬৫৯	৫৮৮	৮৯.২৩	
২	২০১৬-২০১৭	৬৭৯	৭২৮	৭১৬	৯৮.৫২	
৩	জানুয়ারি - ডিসেম্বর, ২০১৮	৫৬৫	৫৬৬	৫৫৮	৯৮.৫৮	
৪	জানুয়ারি - ডিসেম্বর, ২০১৯	৩৪৫	কোর্স চলমান আছে			

প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট (পিটিআই) কর্তৃক ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণ বিবরণী (২০১৬-২০১৯):

ক্রমিক নং	শিক্ষাবর্ষ	ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (অনিয়মিতসহ)	উত্তীর্ণ	পাশের হার	মন্তব্য
১.	জানুয়ারি, ২০১৬- জুন, ২০১৭	৮৯৪৮	৯১১৫	৮৭৬০	৯৬%	--
২.	জানুয়ারি, ২০১৭- জুন, ২০১৮	১১৩০৪	১১৫২৩	১১১৭৩	৯৭%	
৩.	জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০১৯	১২২২১	১২২২১	ফলাফল প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।		

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, সচিব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

ডিপিএড কার্যক্রম (জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০১৯)

০১ জানুয়ারী ২০১৯ হতে ৬৭টি পিটিআই-তে ডিপিএড প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ডিপিএড কার্যক্রমের অগ্রগতি (জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০১৯) নিম্নরূপ:

ডিপিএড কার্যক্রম মনিটরিং:

- নেপ অনুষদবৃন্দ কর্তৃক ৪৭টি পিটিআই পরিদর্শন করা হয়েছে। উক্ত মনিটরিং এর তথ্যের ভিত্তিতে ২টি মনিটরিং প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপ:

নেপ পরিচালিত সুপারিনটেনডেন্টগণের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেপ-এর সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম

পিটিআই মনিটরিং:

নেপ এর কর্মকর্তাগণ পিটিআইসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন কার্যক্রম মনিটরিং করেন। পিটিআইসমূহ পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	পিটিআই এর নাম	জনবল				সংস্থাপন						আইসিটি						মন্তব্য
		সুপার	সহঃসুপার	ইন্সট্রাক্টর	শুন্য পদ	ব্যবহৃত কক্ষের সংখ্যা	অব্যবহৃত কক্ষের সংখ্যা	পুরুষ হোস্টেল সংখ্যা	পুরুষ হোস্টেলের ধারণ ক্ষমতা	মহিলা হোস্টেল সংখ্যা	মহিলা হোস্টেলের ধারণ ক্ষমতা	ল্যাপটপ		ডেস্কটপ		মাল্টিমিডিয়া		
												সচল	অচল	সচল	অচল	সচল	অচল	
১	ময়মনসিংহ	১	১	১৫	০২	৪	২	১	৬০	১	৬০	৬	৪৪	০	৭	০	৩	
২	জয়দেবপুর, গাজীপুর	১	১	১৫	০	১০	০	১	৯৬	২	১২৬	১০	৪০	১	৬	০	৩	
৩	কক্সবাজার	১	০	০৬	১২	৫	০	২	৬৩	১	৬৪	২০	৩০	১	৬	১	২	
৪	রাজশাহী	১	১	১৭	০	১৬	০	১	৯৬	২	১৬২	১৬	৩৪	০	৭	০	৩	
৫	খুলনা	১	১	১৭	০	৫	০	১	৯৬	১	৮০	৮	৪২	৩	৪	১	২	
৬	সিলেট	১	১	১৩	০৪	৫	০	১	৯৬	২	১৩৮	১০	৪০	০	৭	০	৩	
৭	সাগরদী, বরিশাল	১	১	১৩	০৪	৫	০	২	১০৮	২	১১৩	১৪	৩৬	০	৭	১	২	
৮	রংপুর	১	১	১৩	০৪	৬	১	২	৬৪	১	৫২	৩০	২০	৪	৩	১	২	
৯	কিশোরগঞ্জ	১	১	১৬	০১	১১	০	১	৭৮	১	৬৪	১৮	৩২	৫	২	৩	০	
১০	ফরিদপুর	১	১	১১	০৬	৩	২	১	৮০	১	৯৬	২১	২৯	১	৬	১	২	
১১	পটিয়া, চট্টগ্রাম	১	১	০৬	১১	২	০	১	১০০	২	৯৯	২৭	২৩	২	৫	১	২	
১২	সিরাজগঞ্জ	১	১	১৩	০৪	৪	১	১	৬০	১	৯৮	১৫	৩৫	৫	২	১	২	

১৩	সাতক্ষীরা	১	১	১৩	০৪	৫	০	১	৬৪	১	৬০	১৮	৩২	৩	৪	২	১	
১৪	মৌলভীবাজার	১	১	০৯	০৮	৫	০	১	৪৮	২	১৭২	২৬	২৪	১	৬	১	২	
১৫	পিরোজপুর	১	১	০৮	০৯	৭	০	১	৯৬	২	১৪০	২০	৩০	২	৫	১	২	
১৬	ঠাঁকুরগাঁ	১	১	০৯	০৮	৪	০	১	৪৮	১	৬৮	১৪	৩৬	১	৬	১	২	
১৭	ঢাকা	১	১	৭	৩	৮	০	১	৮০	১	১২০	২	০	০	০	১	০	
১৮	গোপালগঞ্জ	১	১	৪	৬	৬	০	১	৮০	১	১২০	২০	৫	১	৬	১	৪	
১৯	শরিয়তপুর	০	১	৫	৬	৫	১	১	৬৪	১	৯৬	২০	১০	১	৪	১	৪	
২০	নারায়নগঞ্জ	১	১	১০	০	৫	০	১	৮০	১	১৩৬	২০	১০	১	২৪	২	৩	
২১	রাজবাড়ী	১	১	৪	৬	৬	০	১	৪৮	১	৮০	২০	১০	১	১৮	১	৫	
২২	শেরপুর	০	১	৬	৫	৭	০	১	৬৪	১	১০৪	১৯	৬	১	২	১	১	
২৩	বান্দরবান	১	১	৪	৬	৪	০	১	৫০	১	৮৪	২০	৬	১	৬	১	৪	
২৪	খাগড়ছড়ি	১	০	৫	৬	৪	০	১	৪৮	১	৮০	২৩	৪	৫	১২	৫	২	
২৫	ঝালকাঠী	১	১	৫	৫	৭	০	১	৭০	১	১২০	২১	২৫	১	১০	১	৪	
২৬	মেহেরপুর	১	১	৪	৬	৫	০	১	৫০	১	৭৫	২৩	৪	৫	২০	৫	২	
২৭	নড়াইল	১	১	৬	৪	৪	০	১	৫০	১	৭২	২০	৫	৪	২১	৩	২	
২৮	লালমনিরহাট	০	১	৪	৮	৫	০	১	৬০	১	১০০	২২	২৫	৩	১৬	৩	৪	
২৯	পঞ্চগড়	১	১			৭	০	১	১০০	১	১০০	২৭	১০	২	১৫	১	৫	
৩০	চট্টগ্রাম	১	১	১৪	৩	৫	০	১	৫০	২	২০০	২৫	৫	২০	২	৩	৪	
৩১	বরগুণা	০	১	৫	১৩	৬	০	১	৮০	১	৮৪	১৫	১৫	১	১০	২	৫	

৩২	সুনামগঞ্জ	০	১	৬	১২	৪	২	১	৬০	২	১৩৬	২০	৫	৪	২০	১	৪	
৩৩	জামালপুর	০	১	১৩	৫	৫	১	১	৬৪	২	৬৪	২৬	৪	১	১৬	১	৪	
৩৪	রাঙ্গামাটি	১	১			৩	০	১	৯৬	১	৪৮	১৭	১৩	২	১২	১	৫	
৩৫	নওগাঁ	১	১	৭	১০	১৩	০	১	৫০	১	১০২	২৬	২৫	১৭	১০	৪	৪	
৩৬	দাদনচক ফজলুল হক, চাঁপাই নবাবগঞ্জ	০	১	৫	১২	৭	০	১	৭৮	১	৬০	২১	১০	২	১০	১	৪	
৩৭	নবাবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ	১	১	১০	৭	৬	০	১	৭২	১	৬০	৩১	০	৪	১২	৫	০	
৩৮	পাবনা	০	১	১৩	৫	৩	১	১	৪৫	২	১২৮	২২	১৮		১৮	৩	৮	
৩৯	বগুড়া	১	১	১৬	২	৪	০	১	৬৪	১	৬৪	৩০	৩০	১৭	২	২	৪	
৪০	যশোর	১	১	১০	৭	১	০	১	৬০	১	৯৬	৩০	০	১৮	০	৪	১	
৪১	মাগুরা	১	১	১৪	৩	৩	১	১	৭০	২	৮০	১৫	১৫	১	৪	৩	৩	
৪২	গাইবান্ধা	১	১	৭	১০	৪	০	১	৭০	২	৮০	২৬	২৫	১৭	১০	৪	৪	
৪৩	কুষ্টিয়া	০	০	৩	২	৬	০	১	৬০	১	১২০	১৭	৩০	৩	১২	২	৫	
৪৪	নীলফামারী	১	১	৫	১২	৩	০	১	৬৪	১	৬৪	৩০	১০	০	১৮		১৮	
৪৫	ভোলা	১	১	৯	৬	৮	০	১	১৫০	২	১৩০	১৫	২০	১	১০	৩	৪	
৪৬	হবিগঞ্জ	১	১	৮	৯	৪	০	১	৩২	১	৬৪	৩০	২০	০	১০	১	৬	
৪৭	বাগেরহাট	০	১	৮	১০	২	৩	১	৩০	২	১০৩	১১	১৯	১৪	০	১	৬	
	মোট=	৩৭	৪৪	৪১১	২৬৬	২৫৭	১৫	৫০	৩২৯২	৬২	৪৫৬২	৯৩৭	১৩৯	৭১	৬৪	৫	৪৬	

সুপারিশমালা:

১। পরিদর্শিত পিটিআইগুলোর ভৌত অবকামো উন্নয়ন ও জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন।

২। ভারপ্রাপ্ত সুপারিনটেনডেন্ট এর পদ পূরণ করা প্রয়োজন যাতে সুপারিনটেনডেন্টগণ তাদের জন্য নির্মিত বাসভবনে অবস্থান করে পিটিআই সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারেন।

৩। লাইব্রেরিকে আরও প্রয়োজনীয় পুস্তক সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন।

৪। শরীর চর্চা কার্যক্রম ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী জোরদার করা প্রয়োজন।

৫। প্রয়োজনীয় আইসিটি সরঞ্জাম সরবরাহ করা দরকার।

৬। আইসিটি সরঞ্জাম মেরামত করার বিষয়ে নিয়মিত বাজেট বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

৭। পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজন।

৮। পিটিআই এর সার্বিক নিরাপত্তার জন্য আনসার সদস্য নিয়োগ করা প্রয়োজন।

৯। কমনরুম সুসজ্জিত করা প্রয়োজন।

১০। মাল্টিমিডিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

ডিপিএড সামগ্রী প্রিন্টিং ও বিতরণ:

- ১৫টি বিষয়ভিত্তিক সামগ্রী তথ্য পুস্তক ও ইন্সট্রাক্টর নির্দেশিকা প্রিন্ট করে ৬৭টি পিটিআই-এ প্রেরণ করা হয়েছে (১,১৮,২২৭ কপি)।

কর্মশালা:

- নেপ এ পিটিআই মনিটরিং করার জন্য ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ২ দিনের জন্য "পিটিআই মনিটরিং টুলস প্রস্তুতকরণ" শীর্ষক ১টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় আই.ই.আর, এনসিটিবি, পিটিআই এবং নেপ এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ মোট ৩০জন অংশগ্রহণ করেন।
- নেপ এ ২৪ জুন ২০১৯ তারিখ দিনব্যাপী "পিটিআই মনিটরিং প্রতিবেদন উপস্থাপন" বিষয়ক ১টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় আই.ই.আর, এনসিটিবি, পিটিআই এবং নেপ এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ মোট ৩০জন অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কর্মশালায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন-১) জনাব রতন চন্দ্র পন্ডিত মহোদয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
- নেপ এ ২৭ জুন ২০১৯ তারিখ দিনব্যাপী "গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন-২০১৯" বিষয়ক ১টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় এনসিটিবি, পিটিআই এবং নেপ এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ মোট ৫৯জন অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কর্মশালায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন-১) জনাব রতন চন্দ্র পন্ডিত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

গবেষণা:

রাজস্ব খাতের আওতায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) কর্তৃক নিম্নে বর্ণিত ২টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং ১টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে:

1. Student's Weakness of Grade Three in Bangla and English: Causes and Remedies,
2. Study on Effectiveness of School Based Training: Case of Mathematics Teaching-learning in the Primary Classroom

Student's Weakness of Grade Three in Bangla and English: Causes and Remedies গবেষণাটি সম্পন্ন হয়েছে যার Findings এবং Recommendations নিম্নরূপ:

Title of the research	Findings of the research	Recommendations of the research
Student's Weakness of Grade Three in Bangla and English: Causes and Remedies	• Teachers are not fully following the TG of NCTB for achieving of all Bangla language skills.	• Teachers should practice teaching techniques following the TG of NCTB for achieving all language skills.
	• Teachers did not follow interactive and participatory approaches like, group reading, pair reading, silent reading, use of flashcard, word card, reading out of textbook, etc.	• Teachers' have to follow NCTB suggested methods with teaching materials at Bangla language teaching. In addition, s/he can follow the annual and daily lesson plan which provides by the National Academy for Primary Education (NAPE).
	• Teachers did not scaffold to write and brainstorming for creative writing in classroom.	• It is needed to introduce a scaffold based assessment for students continuously to reach up to the mark.
	• Students' achievement score is poor in the unseen text due to inadequate supplementary reading materials like storybooks, rhymes or any other kind of reading resources in school.	• It is needed to make a book corner in every classroom and providing supplementary reading materials (SRM) for each school.
	• Schools have not sufficient physical facilities related to language teaching and learning environment at classroom like light, fan, sound box, audio player.	• Ensuring physical facilities for conducting Bangla language classes as prescribe in the national curriculum.
	• Most of the students are absence at classrooms maximum days in a month.	• The government can take initiatives to ensure 100 percent attendance of students through confirming the regular parent meeting, teachers' home visit or inquiring over phone. In addition, SMC members have to play their role actively for ensuring students' regular attendance.

	• Most of the teachers who teach Bangla have no subject-based training. In addition, the duration of subject-based training is insufficient and training conducting appropriateness is not unquestionable.	• It is needed to recruit subject-based teacher to fulfill learning needs of primary students. In addition, the government has to dedicate one teacher for each subject of grade one to five. Government has to ensure subject base training for teachers in proper manner and duration training should be increased.
	• Teachers are passing busy time with others works like activities (official work, stipend activities, survey, and voter list update).	• Taking motivational initiatives for teachers like increment, promotion, training in home and abroad, etc.

English:

Themes	Causes of students' weakness in English	Remedies/Recommendations
Problems in Using Teaching Materials	• It is found that teachers did not ask thought-provoking questions when showing pictures.	• It is needed to motivate teachers to use teaching aids regularly in the classroom. It must have ensured to have sufficient number of teaching-learning materials.
Inappropriate Teaching Technique	• Most of the teachers did not demonstrate to the students how to ask and reply, how to give commands and carry them out. • Teachers did not follow the techniques of teaching reading as described in Teachers' Edition.	• It is needed to develop daily lesson plans by following the curriculum and Teachers' Edition. • English training should have given to the teachers by focusing on the pedagogical aspect and English language development.
Lack of students' active engagement	• Teachers, those who gave group work, pair work and role play in listening, speaking and reading activities did not check how far the students are actively engaged in the activities. • Most of the time teachers did not invite weak students in front of the class and they also did not engage weak students in role-play activities.	• In Whole Class Work (WCW), Group Work (GW) and Pair Work (PW), it is needed to ensure students' active engagement in the classroom by mixing different levels of students and by peer assessment. It also needs to orient the teachers how to arrange Whole Class Work (WCW), Group Work (GW) and Pair Work (PW) in the classroom.

Inappropriate Students' Assessment Technique	• Teachers are unable to apply the appropriate techniques to assess students learning. Some teachers gave reading and writing activities to check students' listening and speaking skills. • No teachers used peer assessment or engaged good students to check students' learning achievement in the classroom.	• Comprehensive assessment procedure should have introduced to monitor students' performances. Need to support teachers by letting them know how to develop skill-focused assessment tools, how to assess all students learning in the classroom and how to preserve the students' learning records.
Large Class Size	• Teachers could not conduct the lesson related activities such as group work and pair work effectively due to the large class size.	• It needs to reduce the class size and to maintain the teacher-student ratio to conduct classes effectively.
Lack Of Motivation And Support	• Though some teachers praise students for their class activities, most of the teachers did not motivate slow learners to be attentive in the classroom and did not support weak students specifically to minimize their learning gaps.	• It is important to motivate and support students to enhance their learning. Teachers must motivate students to be more attentive in the class, remove shyness. Need extra support to develop the stock of vocabulary of English words.
Students' Learning Deficiency Of Previous Classes	• Students were found in class 3 who had learning gaps in previous classes. Some students were also found who are a repeater in the same class.	• Special support is needed for the weak students who had learning gaps in previous classes to achieve the competencies.
Teachers' Incompetence In English	• Most of the teachers admitted that they have limitation in pronouncing English words in a proper way. Besides, they have a limited stock of vocabulary. That is why they are not spontaneous to conduct the classes in English.	• To teach English foreign language effectively, it needs to deploy a good number of specialist teachers in the schools. It would be better to recruit subject-based English teacher. Assigning one teacher to conduct English classes from class1-5 could also be a way to make teachers accountable for students' performance.

Study on Effectiveness of School Based Training: Case of Mathematics Teaching-learning in the Primary Classroom	• Most of the schools have no access to audio and multimedia materials to practice listening and speaking practice in the classroom. Some teachers didn't use the audio and multimedia despite they have access to use those.	• An intensive training course on lesson study should be arranged for teachers and academic supervisors. • Academic Supervision, monitoring and mentoring of lesson study activities have to be ensure in a regular basis by the Head Teachers, URC instructors and AUEOs. • LS should be conducted in all subjects in order to ensure mastery learning of all students. • Lesson study implementation plan should be incorporated in the yearly school activities plan.

		• LS program should be implemented in every primary school. • Lesson study implementation status should be included in the school monitoring/inspection form • Lesson study related resource book (lesson study guide book developed by DPE with the support of JSP), instructional materials and lesson study implementation video should be provided to all school.

Student's Weakness of Grade Three in Mathematics: Causes and Remedies গবেষণাটি চলমান রয়েছে যা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে।

মনিটরিং ও সুপারভিশন অনুষদ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন:

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এর মনিটরিং ও সুপারভিশন অনুষদ কর্তৃক কমলাপুর পিটিআই চুয়াডাঙ্গা, দিনাজপুর পিটিআই, মাদারীপুর পিটিআই, কক্সবাজার পিটিআই, বান্দরবান পিটিআই ও শেরপুর পিটিআই এই ৬ (ছয়) টি পিটিআই সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। এতে প্রাপ্ততথ্য নিম্নরুপ:

১. জনবল স্বল্পতার কারণে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটছে।

২. হোস্টেল এবং হোস্টেলে আসন সংখ্যার স্বল্পতা রয়েছে।

৩. শ্রেণি কক্ষে আইসিটি ব্যবহারের সুযোগ কম।

৪. দুর্বল নেটওর্য়ার্কের কারণে আইসিটি কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performence Agreement) সম্পাদন ও বাস্তবায়ন:

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি যথাসময়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তি অনুযায়ী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সকল কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে যার বাস্তবায়ন চলছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এম.পি. ও অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিতিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন মহোদয় ও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব মোঃ ইউসুফ আলী ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করেন।

নেপ এ পরিচালিত পেশাগত প্রশিক্ষণ তথ্য (এক নজরে) ২০১৮-২০১৯ :

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	রাজস্ব খাত			উন্নয়ন খাত			সর্বমোট
		প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			
		পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
	২০১৮-২০১৯	৫২৬	১৩০	৬৫৬	১৫৬ জন	১১০ জন	২৬৬ জন	৯২২

নেপ কর্তৃক রাজস্বখাতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পরিচালিত প্রশিক্ষণ সমূহ:

S. No	Name of Training	Days	No. of Participants		
			Male	Female	Total
1	Orientation Training Course for Newly Recruited Head Teachers. (Batch -1)	15	32	08	40
2	Do (Batch -2)	15	32	08	40
3	Do (Batch -3)	15	29	11	40
4	Do (Batch -4)	15	30	10	40
5	Do (Batch -5)	15	34	06	40
6	Do (Batch -6)	15	34	06	40
7	Training on office Management and Field Level Administration for ADPEOs.	05	29	01	30
8	Office Management Training for URC Instructors.	05	23	07	30
9	Foundation Training for Instructors of PTI/URC and UEOs.	45	31	09	40
10	Training on Office Management and Annual Work -Plan for Superintendents of PTI.(Batch -1)	03	23	10	33
11	Training on Office Management and Annual Work -Plan for Superintendents of PTI.(Batch -2)	03	26	07	33
12	Foundation Training for AUEOS (Batch -1)	45	35	05	40
13	Do (Batch -2)	45	33	07	40
14	Do (Batch -3)	45	31	09	40
15	Do (Batch -4)	45	32	08	40

16	Training on Office Management and Field Administration for UEOs. (Batch -1)	05	25	03	28
17	Training on Office Management and Field Administration for UEOs. (Batch -2)	05	22	08	30
18	Training on PTI Management for Assistant Superintendents of PTI.	05	25	07	32
	Total		526	130	656

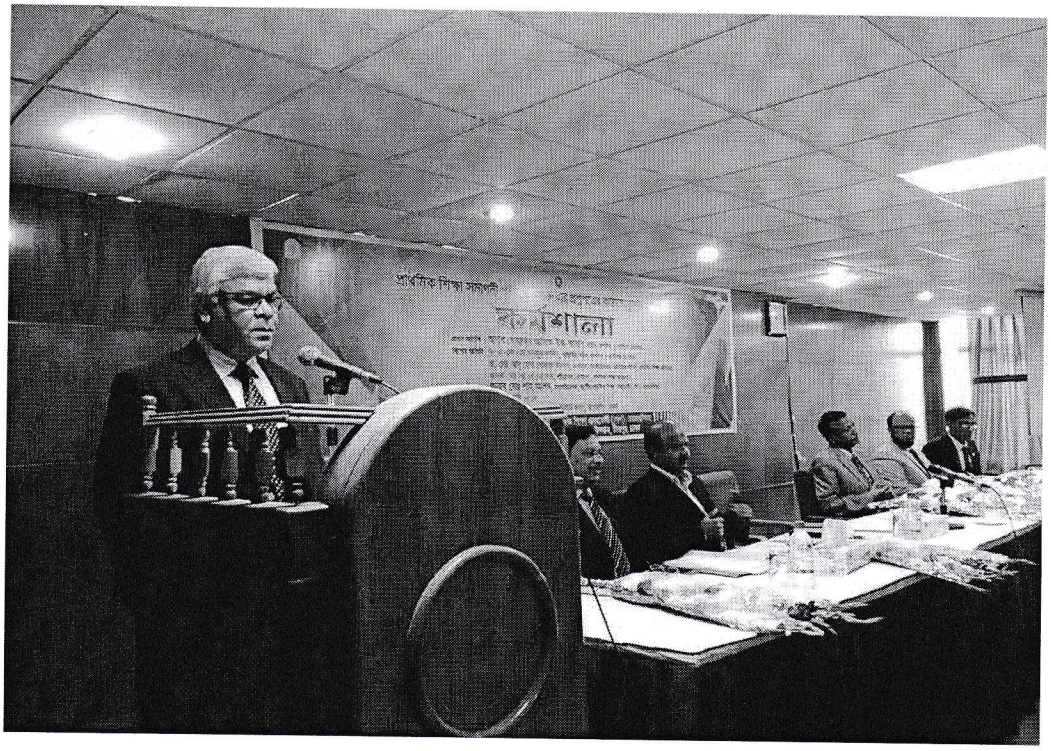

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৮ এর প্রশ্ন কাঠামো চূড়ান্তকরণ ওয়ার্কশপ-এ উপস্থিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান ও অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

নেপ কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম :

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ/কার্যক্রমের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থী		মোট
			পুরুষ	মহিলা	
১.	যোগ্যতাভিত্তিক আইটেম প্রণয়ন (দুই বার)	২৪ দিন	২২৪ জন	৪২ জন	২৬৬ জন
২.	যোগ্যতাভিত্তিক আইটেম রিভিউ (দুই বার)	২০ দিন	৩৪ জন	১৬ জন	৫০ জন
৩.	আইটেমের ইংরেজি যাচাই (দুই বার)	১০ দিন	৪৪ জন	৮ জন	৫২ জন
৪.	মার্কার ট্রেনিং (এইউইও) (নয় ব্যাচ)	২৭ দিন	১৫৬ জন	১১০ জন	২৬৬ জন
৫.	মার্কার ট্রেনিং ম্যানুয়াল পরিমার্জন কর্মশালা	২ দিন	৩২ জন	৮ জন	৪০ জন

নেপ কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন বিষয়ক কাযর্ক্রম:

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ/কার্যক্রমের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থী		মোট
			পুরুষ	মহিলা	
১.	প্রশ্নপত্র প্রণয়ন (দুই পর্ব)	১০ দিন	৮৬ জন	৫৮ জন	১৪৪ জন
২.	প্রশ্নপত্র মডারেশন	৫ দিন	৬৭ জন	৫ জন	৭২ জন
৩.	প্রশ্নপত্র ইংরেজি ভার্সন	৪ দিন	৩৬ জন	২০ জন	৫৬ জন
৪.	আইটেমের ইংরেজি যাচাই	১০ দিন	১০ জন	০০ জন	১০ জন

নেপ কর্তৃক জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপন:

বিভিন্ন জাতীয় দিবসসমূহ যথযোগ্য মর্যাদায় ও সরকারি নির্দেশনার আলোকে উদযাপন করা হয়।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) কর্মকর্তা কর্মচারী কর্তৃক মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১৯ উদযাপন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৮ উদযাপন, নেপ, ময়মনসিংহ।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস- ২০১৮ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল।

মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহিদের স্মরণে বৃক্ষরোপণ অভিযানের অংশ হিসেবে নেপ ক্যাম্পাসে, বৃক্ষরোপণ করছেন জনাব মাহমুদ হাসান, বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ।

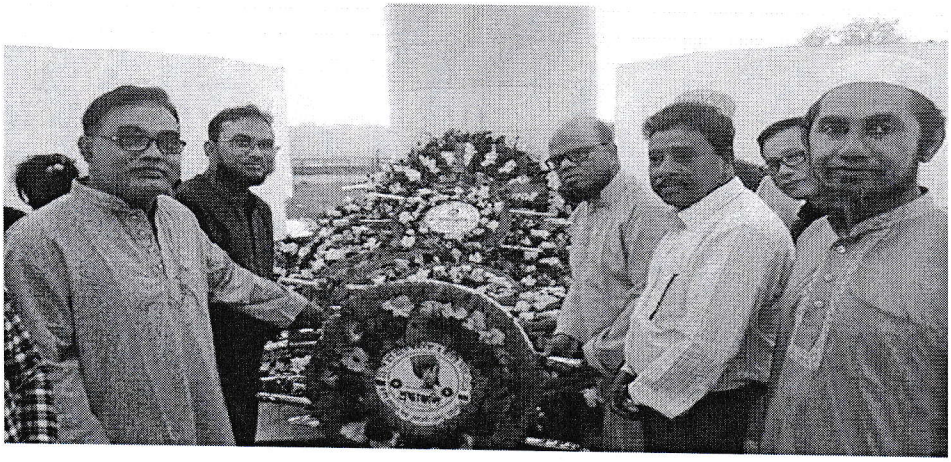

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ কর্তৃক আয়োজিত ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে শহিদদের উদ্দেশ্যে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ কর্তৃক আয়োজিত ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদ্ যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান ও দোয়া মাহফিল।

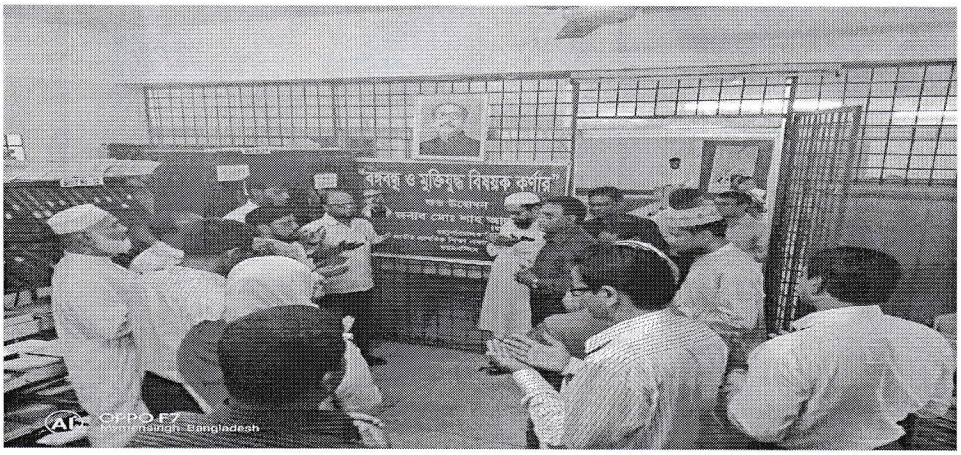

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম কর্তৃক নেপ এর লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কর্ণার উদ্বোধন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশবান্ধব কার্যক্রমে নেপ মহাপরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

গবেষণা সেমিনার:

নেপ প্রতি বৎসর গবেষণা কর্ম পরিচালনা করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দু'টি গবেষণা কর্ম সম্পাদন করে। গত ২৯ জুন ২০১৯ তারিখ নেপ-এ গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। নেপ, আইইআর (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, (পুরুষ) ময়মনসিংহ এর সর্বমোট ৫৯ জন কর্মকর্তা উক্ত সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন।

প্রকাশনা:

- নেপ কর্তৃক প্রকাশিত ষাণ্মাসিক নিউজলেটার **নেপ বার্তা**-র মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে গৃহীত নানামুখী কর্মকান্ডের সচিত্র সংবাদ ও প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের অর্জিত সাফল্য দেশবাসীর নিকট তুলে ধরা হচ্ছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দুটি **নেপ বার্তা** প্রকাশিত হয়েছে।

- বাৎসরিক প্রকাশনা " **প্রাইমারি এডুকেশন জার্নাল**" এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক কর্মশালার (২০১৮-২০১৯ অর্থবছর) চূড়ান্ত প্রতিবেদন:

- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ থেকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণসহ গবেষণা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, মনিটরিং ও মেন্টরিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার মান পূর্বের সময়ের তুলনায় যথেষ্ট উন্নীত হয়েছে। ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোতে, শিক্ষকমানে, শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায়, মনিটরিং, মেন্টরিং এবং একাডেমিক সুপারভিশনেও। এসব কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার পরও প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন সমস্যা এখনও বিরাজমান। এ সমস্যাগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং সমাধানের জন্য গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সহায়তা দানের জন্য জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এর সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ প্রতিবছর সমাজ সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করে আসছে। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে বিভিন্ন সুপারিশ সরকারের অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকর ভূমিকা রাখে। দেশের যেসব এলাকায় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার কম, ঝরে পড়ার হার বেশি সর্বোপরি শিক্ষার হার কম সেখানে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী, গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া, কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল, রাজশাহী জেলার চারঘাট এবং পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া প্রভৃতি স্থানে ৬টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি কর্মশালায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৫০ জন করে মোট ৩০০ অংশীজন অংশগ্রহণ করেন যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের এসএমসি সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এর কার্যক্রমের উপর একটি ও মানসম্মত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের উপর আরও একটি ভিডিও ক্লিপস প্রদর্শন করা হয়। কর্মশালাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের এসএমসি'র সভাপতি, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এর কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক কর্মশালা-২০১৮, উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কেন্দ্র, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।

কর্মশালায় যে সকল বিষয়বস্তু আলোচিত হয় তা হলো-

১। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

২। প্রাথমিক শিক্ষার অন্তরায়সমূহ চিহ্নিতকরণ (দলীয় কাজ)।

৩। দলীয় কাজ উপস্থাপন।

৪। বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে একটি সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত।

৫। মুক্ত আলোচনা ও সমন্বিত সুপারিশমালা প্রণয়ন

কর্মশালা পরিচালনা পদ্ধতি:

সাধারণ আলোচনা

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত দুইটি ভিডিও ক্লিপস প্রদর্শন

দলীয় কাজ

দলীয় কাজ উপস্থাপন

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে একটি সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত

মুক্ত আলোচনা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন

ছয়টি ভেন্যুতে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা ও সমস্যাগুলো সমাধানের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

সমস্যার ধরণ	অন্তরায়সমূহ	সুপারিশমালা
অবকাঠামোগত সমস্যা সম্পর্কিত সমস্যাবলী	১। পুরাতন কিছু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সদ্য জাতীয়করণকৃত কিছু বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। কিছুসংখ্যক বিদ্যালয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন এখনও বিদ্যমান এবং যেখানে নির্মাণ কাজ হচ্ছে সেখানেও কাজের নিম্নমান যা ভবিষ্যতে আবার ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে পরিণত হবে। এতে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমে যায়।	১। পুরাতন বিদ্যালয় ও সদ্য জাতীয়করণকৃত যেসকল বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে সেই বিদ্যালয়গুলোর সমস্যা সমাধান করে পাঠদানের ব্যবস্থা করা। যেসকল বিদ্যালয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন রয়েছে সেগুলো অপসারণ করে নতুন ভবন নির্মাণ করা। নির্মাণ কাজের সময় গুণগত মান নিশ্চিত করতে অধিদপ্তর কর্তৃক জেলাভিত্তিক টীম গঠন করে মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা।
	২। ব্যস্ততম মহাসড়কের পাশের বিদ্যালয়গুলোতে সীমানা প্রাচীর না থাকায় প্রায়ই শিশুরা দুর্ঘটনার শিকার হয়। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এরূপ আশঙ্কার কারণে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি কম হয় এবং অভিভাবকগণ তাদের শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে অনীহা প্রকাশ করেন।	২। ব্যস্ততম মহাসড়কের পাশের বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ব্যবস্থা করা যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়।
	৩। অনেক বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক না থাকায় শিক্ষার্থীরা সময়মত শৌচাগারের কাজ ও প্রয়োজনে হাতমুখ ধৌত করতে পারছে না।	৩। শিক্ষার্থীরা সময়মত শৌচাগারের কাজ ও প্রয়োজনে হাতমুখ ধৌত করতে পারা জরুরী এবং স্বাস্থ্যসম্মত বিষয়। এজন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক নির্মাণ করে শৌচাগার সমস্যার সমাধান করা।
	৪। বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানীয়জলের অভাব। গভীর নলকূপ না থাকায় প্রয়োজনে পানি পান করতে পারছেনা। পানি পানের জন্য শিক্ষার্থীরা এদিক ওদিক যায় অথবা পানি পান না করেই বিদ্যালয়ে অবস্থান করে। ফলে ক্লাসে অমনোযোগী হয়ে পড়ে এবং শারীরিকভাবে এর প্রভাব পড়ে।	৪। পিইডিপি-৪ এর আওতায় এবং উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে যে সকল বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই সেখানে গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা ।
	৫। প্রাক প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ সজ্জিত না থাকায় কোমলমতি শিশুদের প্রথমেই বিদ্যালয় সম্পর্কে ভালো ধারণা হচ্ছে না। এতে শিক্ষকের পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীরা আকর্ষণ হারিয়ে ফেলছে।	৫। এসএমসি ও স্থানীয় জনগণের সহায়তায় প্রাক প্রাথমিকসহ প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ সুসজ্জিত করা। তাতে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের পরিবেশ নিয়ে খুশি থাকবে এবং শিক্ষকগণ পাঠদান করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে।
	৬। আসবাবপত্রের স্বল্পতার কারণে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে বসতে অসুবিধা, শিক্ষকগণের পাঠদানে সমস্যা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই।	৬। পিইডিপি-৪, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদের সহায়তায় আসবাবপত্র, পর্যাপ্ত উপকরণ ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করে স্বাচ্ছন্দ্যমত পাঠদান করার ব্যবস্থা করে দেয়া।
	৭। খেলার মাঠ না থাকা, অসমান মাঠ, মাঠে জলাবদ্ধতা ইত্যাদির কারণে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার ব্যবস্থা নেই। খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুদের চিত্ত বিনোদন এবং শারীরিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।	৭। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধুলা জরুরী। যেসকল বিদ্যালয়ে জায়গা আছে কিংবা মাঠ অসমান ও জলাবদ্ধতা আছে সেখানে সরকারিভাবে অথবা ইউনিয়ন পরিষদ/উপজেলা পরিষদের সহায়তায় মাঠের ব্যবস্থা করতে হবে।
	৮। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সুযোগ সুবিধা না থাকায় তারা বিদ্যালয়ে আসছে না। আবার ভর্তি হলেও কিছুদিন পরেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে চলে যায়।	৮। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা যাতে বিদ্যালয়ে এসে তাদের উপযুক্ত পরিবেশ পায় সেদিকে খেয়াল রেখে অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। বিশেষ করে তাদের শ্রেণিকক্ষগুলোতে ও টয়লেটে প্রবেশের বিষয়টি। আবার বিদ্যালয়টি যদি বহুতল বিশিষ্ট হয় তাহলে উপরের তলাগুলোতে যাতে সহজে তারা যাতায়াত করতে পারে সেভাবে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করতে হবে।

প্রশাসনিক ও শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কিত সমস্যাবলী	১। বিদ্যালয়ে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদ না থাকায় প্রধান শিক্ষক অধিকাংশ সময় রেকর্ড রেজিষ্টার হালনাগাদকরণ এবং প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকেন ফলে তিনি পাঠদান এবং মনিটরিং কাজ করতে পারেন না।	১। বিদ্যালয় পর্যায়ে অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদ সৃজন করে নিয়োগদানের ব্যবস্থা করা যাতে প্রধান শিক্ষক পাঠদান এবং মনিটরিং কাজ যথাযথভাবে করতে পারেন।
	২। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে শিক্ষকগণের অধিক সংখ্যক ক্লাস পরিচালনা করা। যার ফলে ক্লাস পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মাঝে অনীহা পরিলক্ষিত হয়।	২। শিক্ষক ছাত্র অনুপাতের দিকে লক্ষ্য রেখে নতুন পদ সৃজন করা এবং শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষক সংকট দূর করা যাতে শিক্ষকগণ ভালভাবে প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাস পরিচালনা করতে পারেন।
	৩। দুর্গম এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারা। বিদ্যুৎ না থাকার কারণে অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে না পারায় বিদ্যালয়ে যুগোপযোগী পাঠদান করা যাচ্ছে না।	৩। কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় দ্রুততম সময়ে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা করা। দুর্গম এলাকার যেসব বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই সেখানে সৌরবিদ্যুতের ব্যবস্থা করে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পাঠদান করা। এতে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়াসহ অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে যুগোপযোগী পাঠদান করা যাবে এবং শিক্ষার্থীরা নিয়মিত বিদ্যালয় গমনে উৎসাহিত হবে।
	৪। দুর্গম এলাকা ও চরাঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণের যাতায়াত সমস্যার কারণে বিদ্যালয়ে আগমন প্রস্থান যথাসময়ে না হওয়া।	৪। দুর্গম এলাকা ও চরাঞ্চলের শিক্ষকদের যাতায়াত বাহন অথবা আবাসনের ব্যবস্থা করা যাতে শিক্ষকগণ সময়মত বিদ্যালয়ে আগমন প্রস্থান করতে পারেন।
	৫। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন বিদ্যালয়ে যেতে ক্ষেত্রবিশেষে রাস্তাঘাট, ব্রিজ কালভার্ট, সংযোগ সেতু না থাকা ইত্যাদি। এতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে।	৫। স্থানীয় সরকার এবং উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে যে সকল বিদ্যালয়ে গমনে যাতায়াত সমস্যা রয়েছে সেখানে রাস্তাঘাট, ব্রিজ কালভার্ট, সংযোগ সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা করা। এতে শিশুরা সহজে বিদ্যালয়ে যেতে পারবে এবং বিদ্যালয়ে গমনের ক্ষেত্রে তাদের অনাগ্রহও থাকবে না।
	৬। শিক্ষক, এসএমসি ও পিটিএ সদস্যগণের মধ্যে সমন্বয়হীনতা।	৬। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সভার মাধ্যমে শিক্ষক, এসএমসি ও পিটিএ সদস্যগণের মধ্যে সমন্বয়ের উদ্যোগ নেয়া।
	৭। এসএমসি সদস্যদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে না পারা।	৭। এসএমসি সদস্যদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা যাতে বিদ্যালয় কার্যক্রমে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেন।
	৮। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ না দেয়ায় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ভালভাবে শিক্ষক পাঠদান করতে পারছেন না, এতে অনেক ক্ষেত্রেই শিখনফল অর্জিত হচ্ছে না।	৮। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ ও পাশাপাশি শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ হলে সকল শ্রেণিতে দক্ষতার সাথে পাঠদান করতে পারবে এবং শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগি শিখনফলগুলো সহজে অর্জন করানো যাবে।
	৯। শিশুদের দীর্ঘসময় বিদ্যালয়ে অবস্থানে বাধ্য করা হচ্ছে। তারা অধিক সময় পর্যন্ত মনোযোগ ধরা রাখতে পারছেনা এবং শারীরিকভাবেও দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।	৯। শিশুরা যাতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিদ্যালয় কার্যক্রমে মনোযোগ ধরা রাখতে পারে সে জন্য বিদ্যালয়ের দীর্ঘসময় কমিয়ে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনতে কর্তৃপক্ষের সদয় বিবেচনা করা।

	১০। প্রধান শিক্ষকগণের শ্রেণি পাঠদান যথাযথ পর্যবেক্ষণ না করা। এতে সহকারি শিক্ষকগণ তাদের ইচ্ছামত পাঠদান করেন, ক্ষেত্রবিশেষে শুধুমাত্র রুটিন মেইনটেইন করা হয়।	১০। প্রধান শিক্ষক কর্তৃক শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হলে সহকারি শিক্ষকগণ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে সচেতন হবেন। এজন্য প্রধান শিক্ষকগণের মাসিক সমন্বয় সভায় বিষয়টি গুরুত্বসহকারে আলোচনার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।
	১১। দপ্তরী কাম প্রহরীর শূণ্যপদ পূরণ না করার ফলে বিদ্যালয় কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি রাতে অরক্ষিত থাকছে, কোথাও কোথাও চুরি হয়ে যাচ্ছে।	১১। কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যে সকল বিদ্যালয়ে দপ্তরী কাম প্রহরী নেই সে সকল বিদ্যালয়ে দপ্তরী কাম প্রহরী নিয়োগ করে বিদ্যালয় কার্যক্রমে সহায়তা নেয়া। এতে আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি নিরাপদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা হবে।
	১২। গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন আলাদা সময়সূচী না থাকায় সময় ব্যবস্থাপনায় সমস্যা হচ্ছে। আগমন প্রস্থানে সঠিক সময় মানা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।	১২। গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন সময়ে রুটিনে বিদ্যালয় কার্যক্রমের আলাদা সময়সূচী রাখতে হবে। এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আগমন প্রস্থান সঠিক সময়ে হবে এবং বিদ্যালয় কার্যক্রমে গতিশীলতা আসবে।
	১৩। শিশুদের খেলাধুলার জন্য পর্যাপ্ত সময় না থাকার কারণে পড়াশুনার প্রতি আন্তরিকতা এবং আগ্রহ কমে যায়, ফলে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগি যোগ্যতা অর্জিত হয় না। এতে কিছু শিক্ষার্থী একটা সময় ঝরে পড়ে।	১৩। শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের জন্য রুটিনে খেলাধুলার সময় রাখা। এতে পড়াশুনার প্রতিও শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি হবে।
শিখন-শেখানো কার্যক্রম সম্পর্কিত সমস্যাবলী	১। ডিজিটাল সামগ্রী ব্যবহার করে শিক্ষকগণের পাঠদান না করা। আইসিটি সামগ্রী ও দক্ষ আইসিটি শিক্ষকের অভাব। অধিকাংশ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ নেই এবং যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তাদেরও ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান না করার প্রবণতা রয়েছে।	১। ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য সকল বিদ্যালয়ে আইসিটি সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষকগণের আইসিটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তাদের পাঠদান মনিটরিং করতে হবে।
	২। সঙ্গীত, শরীরচর্চা এবং চারু ও কারুকলা শিক্ষক না থাকার কারণে এই বিষয়ে পাঠদানের সমস্যা।	২। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে সংগীত, শরীরচর্চা এবং চারু ও কারুকলা শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা করা ।
	৩। কারিকুলাম সম্পর্কে শিক্ষকগণের সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে পাঠদান কৌশল সঠিক না হওয়া এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শিখনফল অর্জিত না হওয়া।	৩। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কারিকুলাম সম্পর্কে শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে পাঠদান কৌশল সঠিক হয় এবং শিখনফল অর্জিত হয়।
	৪। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা না থাকায় তাদের পাঠের প্রতি অনীহা ও অমনোযোগি হয়ে লেখাপড়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। পূর্ববর্তী ক্লাসগুলোতে যদি শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগি যোগ্যতা অর্জিত না হয় সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।	৪। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা যাতে তাদের পড়াশুনার প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি না হয়। এজন্য পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে আলাদা সময় দিতে হবে।
	৫। কিছু শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে ও ফেইসবুক চালাচ্ছে। এতে পাঠদান ব্যাহত হয় এবং শিক্ষার্থীদের উপর মোবাইল ব্যবহারের একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।	৫। শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোনের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা। শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোন এবং এর মাধ্যমে ফেইসবুক ব্যবহার বন্ধ হলে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ই উপকৃত হবে।
	৬। কিছু সংখ্যক শিক্ষকগণের পেশাগত কাজে আন্তরিকতা না থাকার ফলে আগমন প্রস্থানে সঠিক থাকেন না, পাঠদানে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয় এবং নানা অজুহাতে ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন না।	৬। শিক্ষকগণের পেশার প্রতি আন্তরিকতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণে নীতি নৈতিকতার বিষয় নিয়ে আলোচনা করে উদ্বুদ্ধ করা। আগমন প্রস্থান ও ক্লাসে উপস্থিতির বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নজরদারি বাড়াতে হবে।

সামাজিক সচেতনতামূলক সমস্যাবলী	১। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচিতে ক্যাচমেন্ট এলাকার জনগণের সম্পৃক্ত না থাকা। ২। শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা না থাকায় বিদ্যালয়ে আসতে তাদের অনাগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং দুপুরের পরের ক্লাসগুলোতে আগ্রহ থাকে না। ৩। অভিভাবকগণের দরিদ্রতার কারণে শিক্ষার্থীদের শিশুশ্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকে ও বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার কম থাকে। ৪।কোন কোন ক্ষেত্রে অভিভাবকগণের শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব। ৫। সঠিক সময়ে শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে না পারা। ৬। কোন কোন ক্ষেত্রে কন্যা শিশুদের ইভটিজিং এর কারণে বিদ্যালয়ে তাদের উপস্থিতি কমে যায়। ৭। বাল্যবিবাহের কারণে প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপ্ত না করেই কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীর ঝরে পড়া।	১। বিদ্যালয়ের পাঠ্যবই বিতরণের সময় ও জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপনের সময় ক্যাচমেন্ট এলাকার জনগণকে আমন্ত্রণ জানিয়ে উক্ত কাজে সম্পৃক্ত করা। ২। অভিভাবক ও মা সমাবেশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য মিড-ডে মিলের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ এবং দুপুরের খাবার শিক্ষার্থীদের টিফিন বক্সে দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। ৩। শিশুশ্রম আইন সম্পর্কে অভিভাবকগণকে অবহিত করা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সভা সমাবেশ, পোস্টার ও লিফলেটের ব্যবস্থা করা এবং উপবৃত্তির অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। ৪। অভিভাবকগণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সেমিনার ও কর্মশালার মাধ্যমে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা। ৫। শিশুদের যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য অভিভাবক সমাবেশ ও মা সমাবেশের আয়োজন করে বিদ্যালয়ের সময়সূচী সম্পর্কে অবহিত করা। ৬। এসএমসি এর মাধ্যমে সভা সমাবেশের আয়োজন করে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে যাতে কন্যা শিশুরা নির্বিঘ্নে বিদ্যালয়ে আসা যাওয়া করতে পারে। ৭। বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, এসএমসি, অভিভাবক, শিক্ষক ও নিকাহ্ রেজিষ্ট্রার এর সহযোগিতায় অভিভাবকগণের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাল্যবিবাহের কুফল তুলে ধরে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা।
বিশেষ এলাকার সমস্যা সম্পর্কিত	১। নদী ভাঙ্গনের ফলে সৃষ্ট সমস্যা যেমন অভিভাবকগণের স্থানান্তরের ফলে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা বিঘ্ন ঘটে, অনেক ক্ষেত্রে তাদের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। ২। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শহীদ মিনার না থাকায় শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারছে না এবং বিভিন্ন দিবস পালনে শিক্ষার্থীরা সমৃক্ত থাকে না। ৩। শিক্ষকগণের পদমর্যাদা ও বেতন ভাতাদি কম থাকা। যেমন প্রধান শিক্ষকগণ নন-গেজেটেড দ্বিতীয় শ্রেণি এবং সহকারী শিক্ষকগণ তৃতীয় শ্রেণি। শিক্ষকগণের পদমর্যাদা পার্শ্ববর্তী দেশেও অনেক বেশি অন্যান্য পেশার তুলনায়।	১। নদীভাঙ্গন এলাকায় অভিভাবকদের জন্য সরকারিভাবে এবং স্থানীয়ভাবে তাৎক্ষণিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা। অভিভাবকগণ যাতে স্থানান্তরে বাধ্য না হয় সে জন্য সাময়িক আবাসনের ব্যবস্থা করে দেয়া। ২। স্থানীয় উদ্যোগে অথবা উপজেলা পরিষদের সহায়তায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কে জানতে পারবে এবং বিভিন্ন দিবস পালনে উদ্বুদ্ধ হবে। ৩। পার্শ্ববর্তী দেশের ন্যায় শিক্ষকগণের পদমর্যাদা ও বেতন ভাতাদি বৃদ্ধি করতে হবে। তাতে শিক্ষকগণ পেশার প্রতি আরো আন্তরিক হবেন এবং অধিকতর মেধাবীরা পেশা হিসেবে বেছে নেবে ও প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে

উল্লিখিত সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন হবে বলে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ মনে করেন। অংশগ্রহণকারীগণ দিনব্যাপী আলোচনায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন ও প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম :

- সেবার মান উন্নততর করতে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়সহ অন্য দপ্তরের সাথে পত্র যোগাযোগ করা হচ্ছে।
- উদ্ভাবনী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নেপ-এর সি-ইন-এড বোর্ডকে ডিজিটালাইজড করার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ফলে প্রত্যেক পিটিআই নেপ-এর সাথে ডিপিএড প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করতে পারবে।
- নেপ ক্যাম্পাসকে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে, এতে নিরাপত্তা ও প্রশিক্ষণ মনিটরিং সহজতর হয়েছে।
- কর্মকর্তা কর্মচারীদের বায়োমেট্রিক হাজিরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে পিটিআই সমূহের কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে এবং এতে সকলে কর্মসম্পাদনে আরও সচেতন হচ্ছে।
- বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিচালনায় অনলাইন রেজিস্ট্রেশন চালু করা হয়েছে এতে সময় ও খরচ সাশ্রয় হয়েছে।
- পিটিআইসমূহে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি ও আন্ত: পিটিআই বদলী অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হয়েছে।

উপসংহার:

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ এসডিজি বাস্তবায়ন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নেপ কর্তৃক গবেষণালব্ধ তথ্য উপাত্ত দিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করছে। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দকে পেশাগত প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে দক্ষ প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে নবনিয়োগপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকগণের ১৫ দিন ব্যাপী ওরিয়েন্টেশন কোর্সসহ সর্বমোট ১৬টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে কার্যকর করতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকমন্ডলীকে অনুপ্রাণিত করছে। নেপ এসডিজি বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।